APR. 0 1 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সাইপ্রাসে উচ্চশিক্ষার নামে প্রতারণা

সুব্রত রাহা

সাইপ্রাসে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা প্রতারণা ও হয়রানির শিকার হচ্ছে। শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হবার পাশাপাশি এসব শিক্ষার্থীর পরিবার আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সাইপ্রাস ফেরত কয়েকজন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী চটকধারী বিজ্ঞাপন দেখে ও কানকথায় বিশ্বাস করে সাইপ্রাস না যাবার জন্য বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণেচ্ছুদের পরামর্শ দিয়েছেন। প্রতারিত এসব শিক্ষার্থী অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন, উচ্চশিক্ষার জন্য সাইপ্রাস একদিকে মোটেও উপযুক্ত নয়, অন্যদিকে সাইপ্রাসের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেটের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা নেই।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, রাজধানীর বেশ কয়েকটি এডুকেশন কনসালটেন্সি ফার্ম মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে সাইপ্রাসে ছাত্র পাঠাচ্ছে। অবিশ্বাস্য নানা সুযোগ-সুবিধার আশ্বাস ও প্রলোভন দিয়ে এসব ফার্ম রাজধানীতে শিক্ষার্থী সংগ্রহ করে। ছাত্রপ্রতি দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে শিক্ষার্থীদের ঠেলে দেয়া হচ্ছে চরম অনিশ্চিত এক অন্ধকার জগতে। প্রতারিত কয়েকজন শিক্ষার্থী জনকণ্ঠকে বলেছেন, সাইপ্রাস গিয়ে তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্ভোগের কাহিনী।

শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য রাজধানীর

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

সাইপ্রাসে উচ্চশিক্ষার

(প্রথম পাতার পর)

কয়েকটি সংস্থা যেসব চটকধারী বিজ্ঞাপন দেয় তাতে বলা থাকে, সাইপ্রাসে পার্টটাইম চাকরির সুযোগ রয়েছে, আমেরিকা ও ব্রিটেনসহ উন্নত দেশে ক্রেডিট ট্রান্সফার করা যায়, কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, টোফেল ছাড়াই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া যায়, ইন্টার্নি এ্যালাউন্স বাবদ মাসে ছয় শ' ডলার দেয়া হয় প্রভৃতি। বিজ্ঞাপনের এসব প্রতিশ্রুতিতে আকৃষ্ট হয়ে সাইপ্রাস গিয়ে আশাভঙ্গের পর বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ফিরে আসে। তাঁদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে সাইপ্রাসে পার্টটাইম চাকরি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোন বিদেশী শিক্ষার্থী পার্টটাইম চাকরিরত অবস্থায় ধরা পড়লে তাঁকে নিজের দেশে ফেরত পাঠানো হয়। পকেটে টিকিটের টাকা না থাকলে তাঁর দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। সাইপ্রাসে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের যে বিষয়টি স্পষ্ট জানা প্রয়োজন তা হচ্ছে সারা দেশে রয়েছে নামকরা মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া নামসর্বস্ব কিছু কলেজ রয়েছে, যেগুলোর স্ট্যান্ডার্ড অনেকটা কোচিং সেন্টারের মতো। তাছাড়া সাইপ্রাসে বাংলাদেশের কোন দূতাবাস নেই। এসব তথ্য জানিয়ে সাইপ্রাস ফেরত ভুক্তভোগী ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, ঝুটঝামেলা ছাড়াই সাইপ্রাস যাওয়া যায় বলে তাঁরা গিয়েছিলেন। অন্যান্য উন্নত দেশে যাবার ক্ষেত্রে যত আনুষ্ঠানিকতা লাগে সাইপ্রাসে ততটা দরকার হয় না। এনওসি এবং ভর্তির কাগজপত্র দেখালে সাইপ্রাসের বিমানবন্দর থেকে সহজে অভিবাসন ছাড়পত্র পাওয়া যায়। ভিসা সংক্রান্ত বড় ধরনের জটিলতা না থাকায় ঢাকার কনসালটেন্সি ফার্মগুলো গ্যারান্টি দিয়ে ছাত্র পাঠাতে পারে। কিন্তু ওখানে গিয়ে ছাত্রদের যেসব সমস্যায় পড়তে হয় সেগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের এক প্রকার অন্ধকারে রাখা হয়।

জানা যায়, বর্তমানে সাইপ্রাসে হাজারখানেক বাংলাদেশী শিক্ষার্থী রয়েছেন। তাঁরা নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজেদের মানিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। কেউ কেউ উন্নত দেশে পাড়ি জমাবার চেষ্টা করছেন। ভুক্তভোগীদের বক্তব্য হচ্ছে, সত্যিকার উচ্চশিক্ষার জন্য সাইপ্রাস মোটেও উপযোগী নয়।